রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৬ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৬, ২০২৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৪৭—৬৬১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৬১—৯৮৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৬৫—৯৯৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

এডিবি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/১৪ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৯.০০.০০০০.০০০.১২৬.১৪.০০০১.২৬.৮৭**—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) হতে Strengthening Economic Management and Governmance, Subprogram 2 শীর্ষক কর্মসূচির জন্য Policy Based Loan (PBL) ঋণ সহায়তা গ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে Loan Negotiation-এর নিমিত্ত নিম্নোক্ত প্রতিনিধিদল নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

১।	অতিরিক্ত সচিব এডিবি উইং	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	দলনেতা
২।	প্রতিনিধি	অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩।	প্রতিনিধি	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	”
৪।	প্রতিনিধি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	”
৫।	প্রতিনিধি	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	”
৬।	প্রতিনিধি	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	”
৭।	প্রতিনিধি	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	”

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৮।	প্রতিনিধি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	প্রতিনিধি	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	”
১০।	প্রতিনিধি	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	”
১১।	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ ব্যাংক	”
১২।	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	”
১৩।	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন	”
১৪।	প্রতিনিধি	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ	”
১৫।	প্রতিনিধি	ফাবা অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক	”
১৬।	যুগ্ম সচিব	এডিবি-২ অধিশাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”
১৭।	সিনিয়র সহকারী সচিব	এডিবি-৫ শাখা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	”

মোছাঃ মেরিনা সুলতানা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২২ আষাঢ়, ১৪৩৩/০৬ জুলাই, ২০২৬

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০২১.১৭.৪১৪**—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ধারা ১০(১)(জ) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক-কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে ০৩ (তিন) বছর অথবা বর্তমান পদে কর্মরত থাকাকালীন মেয়াদ (যেটি পূর্বে ঘটে) নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০২১.১৭.৪১৫**—দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর পরিমেল বিধি (Articles of Association) এর বিধি ২৫ মোতাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ক্যাটাগরিতে উক্ত কর্পোরেশন-এর পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত জনাব মোঃ আতাউর রহমান খান এনডিসি এর স্থলে জনাব মোহাম্মদ আবু নঈম, অতিরিক্ত সচিব-কে পরিচালক পদে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৫৩.০০.০০০০.০০০.৩১১.১১.০০০১.২৬.৪২২**—Bangladesh Bank Order, 1972 এর Article 10(4) অনুযায়ী মোঃ আনিছুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক-কে তাঁর বর্তমান পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ ও অবসর-উত্তর ছুটি (পিআরএল) স্থগিতের শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর ডেপুটি গভর্নর পদে যোগদানের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। এ নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সফি উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২১ আষাঢ় ১৪৩৩/০৫ জুলাই ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৬.২০১৩-৯৯**—হিন্দু বিবাহ্ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব ভূপাল চন্দ্র রায়, জন্ম তারিখ: ০১-০৬-১৯৭৯ খ্রি., পিতা: চাঁদ মোহন বর্মন, মাতা: কুকিলা রানী, গ্রাম: সালন্দর, ডাকঘর: সালন্দর, উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ্ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক জনাব বিনয় কুমার বর্মন এর অধিক্ষেত্র হইতে ০৩ নং আকচা ইউনিয়ন, ২১ নং ঢোলার হাট ইউনিয়ন ও ১৭ জগন্নাথপুর ইউনিয়ন এবং জনাব দিলীপ কুমার রায় এর অধিক্ষেত্র হইতে ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন, ১২ নং সালন্দর ইউনিয়ন এবং ১৮ নং শুখানপুখুরী ইউনিয়নসমূহ কর্তনপূর্বক ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ০৩ নং আকচা ইউনিয়ন, ২১ নং ঢোলারহাট ইউনিয়ন, ১৭ নং জগন্নাথপুর ইউনিয়ন, ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন, ১২ নং সালন্দর ইউনিয়ন এবং ১৮ নং শুখানপুখুরী ইউনিয়নসমূহে উক্ত হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭(সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় নিয়োগলাভকারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ: ২৩ আষাঢ় ১৪৩৩/ ০৭ জুলাই ২০২৬

বিষয়ঃ কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার ০৮ নং পাঁচগাছী ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ হোসাইন আহম্মেদ এর নামে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৮.২০০৩-১০৪**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার ০৮ নং পাঁচগাছী ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ হোসাইন আহম্মেদ গত ২০-১০-২০২৪ খ্রি. তারিখে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ২৩ক লঙ্ঘন করতঃ বহি নং 'এ', বালাম নং ২/২৪-২৫, পৃষ্ঠা নং ৩৩, ক্রমিক নং ১৫১/২৪-তে কনে মোছাঃ পারভীন খাতুনের বাল্যবিবাহ নিবন্ধন করায়; এবং তা একই বিধিমালার বিধি ১১ অনুযায়ী গুরুতর অসদাচরণ হওয়ায় এবং তাঁর কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর নামে এ বিভাগ হতে গত ১২-০২-২০০৬ খ্রি.তারিখের বিচার ৭/২ এন ৫৮/০৩-৭৬৪ নং স্মারকে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

উক্ত অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণাপূর্বক শূন্য অধিক্ষেত্রে অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য সংলগ্ন কোনো অধিক্ষেত্রের নিকাহ্ রেজিস্ট্রারকে বিধি মোতাবেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য এবং সাবেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ হোসাইন আহম্মেদ এর নিকট হতে বালাম বহিসহ নিকাহ্ রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজাদি সংগ্রহ করার জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, কুড়িগ্রাম-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। একইসাথে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এ বর্ণিত ৬ বিধি অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, কুড়িগ্রাম বা সাব-রেজিস্ট্রার, সদর, কুড়িগ্রামকে অবহিত করা হলো।

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩/ ০৯ জুলাই ২০২৬

বিষয়ঃ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ০৫ নং ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন এর নামে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল প্রসঙ্গে।

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৯.৮১(১)-১০৭**—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ০৫ নং ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন (পরবর্তীতে সংশোধিত নাম মোঃ মঈন উদ্দিন চৌধুরী) এর বিরুদ্ধে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর ১৩(ঙ) বিধি লঙ্ঘন করতঃ নিজ অধিক্ষেত্রের বাহিরে ০৬ নং কাদিপুর ইউনিয়নে বিবাহ নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করার অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় ও তা একই বিধিমালার বিধি ১১ অনুযায়ী গুরুতর অসদাচরণ হওয়ায় এবং এ প্রসঙ্গে নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন-কে গত ০৮-১২-২০২৫ খ্রি. তারিখে ২৬৪ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোনো জবাব দাখিল না করায়, তাঁর নামে এ বিভাগ হতে গত ০৩-০৮-২০০২ খ্রি. তারিখের বিচার ৭/২ এন ৩৯/৮৩-৮০৫ নং স্মারকে ইস্যুকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

উক্ত অধিক্ষেত্রটি শূন্য ঘোষণাপূর্বক শূন্য অধিক্ষেত্রে অনধিক ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য সংলগ্ন কোনো অধিক্ষেত্রের নিকাহ রেজিস্ট্রারকে বিধি মোতাবেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদানের জন্য এবং সাবেক নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন এর নিকট হতে বালাম বহিসহ নিকাহ্ রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজাদি সংগ্রহ করার জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, মৌলভীবাজার-কে নির্দেশ প্রদান করা হলো। একইসাথে মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এ বর্ণিত ৬ বিধি অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ও সংশ্লিষ্ট জেলা রেজিস্ট্রার বা সাব-রেজিস্ট্রারকে অবহিত করা হলো।

মোঃ আবদুল ওয়াহাব
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩/৩০ জুন ২০২৬

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.২৭.০০৫.২২-২৮৭**—যেহেতু, ঝালকাঠি জেলার নলছিটি এবং বরগুনা জেলার আমতলী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাবেক সাব-রেজিস্ট্রার [বর্তমানে সংযুক্ত কর্মকর্তা, নিবন্ধন অধিদপ্তর] জনাব মোঃ নুরুল আফসার-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ)-এ বর্ণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ'-এর অভিযোগে ০৩/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাঁকে 'চাকুরী হতে বরখাস্ত' করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে নোটিশ জারি করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আফসার কর্তৃক গত ০৪-১০-২০২৩ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলের পর গত ২৫-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী অনুষ্ঠিত হয় এবং তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নাং ০৩/২০২৩ তদন্তের জন্য উক্ত বিধিমালার বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক তদন্তকারী কর্মকর্তা ও উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল আফসার-এর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) -এ বর্ণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ' -এর অভিযোগ তদন্তকারীর তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় ০৩/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৪। সেহেতু, ঝালকাঠি জেলার নলছিটি এবং বরগুনা জেলার আমতলী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাবেক সাব- রেজিস্ট্রার [বর্তমানে সংযুক্ত কর্মকর্তা, নিবন্ধন অধিদপ্তর] জনাব মোঃ নুরুল আফসার-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০২৩ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) -এ বর্ণিত যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ' -এর অভিযোগ তদন্তকারীর তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লিয়াকত আলী মোল্লা
সচিব ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ /০৬ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৪/২০২৬/কাস্টমস/৩৬৭।**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মেসার্স এম্পোরিয়াম ডিউটি ফ্রি নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণি (Duty Free Shop) [বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্ট:/শুল্কমুক্ত বিপনী/লাই:/০৩/২০১৩, তারিখ: ২১-০১-২০১৩ খ্রি.] এর অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১০১/২০২৫/কাস্টমস/২২৯, তারিখ: ১৭-০৮-২০২৫ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য মঞ্জুরীকৃত আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ, প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, আগামী ৩১ আগস্ট ২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত বর্ণিত মেয়াদকালে আমদানিকৃত পণ্য পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতার সাথে সমন্বয় করার শর্তে এ অনুমতি প্রদান করা হলো।

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ /০৯ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৫/২০২৬/কাস্টমস/৩৭৫।**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মেসার্স পোর্টল্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড [বন্ড লাইসেন্স নং-এস ৪-৩২/বন্ড/৮৪(HB301PS03284), তারিখ: ১৬-০৮-১৯৮৪ খ্রি.] নামীয় Ship Stores & Crew Bonded Warehouse (Duty Free Shop) প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-১১৯/২০২৫/কাস্টমস/৪৩৮, তারিখ: ০৪-১১-২০২৫ খ্রি. এর মাধ্যমে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য মঞ্জুরীকৃত আমদানি প্রাপ্যতার মেয়াদ, প্রতিষ্ঠানের আবেদন এবং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায়, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। উল্লেখ্য, উক্ত বর্ণিত মেয়াদকালে আমদানিকৃত পণ্য পরবর্তী মেয়াদের আমদানি প্রাপ্যতার সাথে সমন্বয় করার শর্তে এ অনুমতি প্রদান করা হলো।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-২ শাখা

পরিপত্র

তারিখ: ১৭ আষাঢ় ১৪৩৩/০১ জুলাই ২০২৬

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSID-2)" এর আওতায় ধর্মীয়/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং তদারকি কমিটি গঠন।

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৮.৯৯.০০৫২.২৬-৭৮৩**—এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (GSID-2)"-এর আওতায় ধর্মীয়/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নবর্ণিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গুণগতমান তদারকির জন্য তদারকি কমিটি গঠন করল:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন (৫ সদস্য বিশিষ্ট):

১.	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/পরিচালনা কমিটির সভাপতি	- আহ্বায়ক
২.	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/পরিচালনা কমিটির কার্যকরী সদস্য ২ জন	- সদস্য
৩.	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ১ জন	- সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি	- সদস্য-সচিব

শর্তাবলি:

(১) প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/পরিচালনা কমিটির সদস্যগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করতে হবে;

(২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক পিআইসি অনুমোদিত হতে হবে;

(৩) প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতে হবে; এবং

(৪) পিআইসি'র সকল সদস্যের অবশ্যই জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) থাকতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) কার্যপরিধি:

(১) সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাইপূর্বক স্কিম বাস্তবায়নের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থার (যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশন) সাথে কোনোরূপ দ্বৈততা তৈরী না হয়;

(২) প্রকল্পের স্কিম ভিত্তিক ব্যয় ৩-৫ লক্ষ (তিন থেকে পাঁচ লক্ষ) টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রকল্প পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন কিংবা এতদসংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা পরিহার করতে হবে। স্কিমের প্রাক্কলন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ অনুসরণ করতে হবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী অথবা তার মনোনীত কোনো প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইন, ড্রইং ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে এবং সকল প্রাক্কলনই প্রকল্প সদর দপ্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন/মেরামতের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও সর্বোচ্চ সংখ্যক সুবিধাভোগীর ব্যবহারের বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে;

(৪) প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/পরিচালনা কমিটির সভার কার্যবিবরণীর মাধ্যমে গঠিত পিআইসি যথাযথ কার্যবিবরণী ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্রসহ অনুমোদিত স্কিমের বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ৩০% অগ্রিম উত্তোলনের প্রস্তাব করতে পারবেন। তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক অগ্রিম প্রয়োজন হলে অগ্রিম উত্তোলনকৃত অর্থের যথাযথ ব্যয় নিশ্চিত করে যাবতীয় বিল ভাউচারসহ পরবর্তী অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন;

(৫) অনুমোদিত প্রাক্কলনের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিতকরণপূর্বক Pre-Measurement এবং সম্পাদিত কাজের (Post-Measurement)-সহ যাবতীয় ভাউচারাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী চূড়ান্ত বিল পরিশোধের সুপারিশ করবেন;

(৬) অনুমোদিত প্রাক্কলন ব্যতিরেকে পিআইসি নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো কাজ করলে তার বিল এ প্রকল্প হতে পরিশোধ করা হবে না;

(৭) প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো প্রকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট পিআইসি দায়ী থাকবেন;

(৮) প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে পিআইসি বিশেষ প্রয়োজনে তা তদারকি কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে পারবেন; এবং

(৯) প্রকল্পসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী/সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করতে পারবেন।

(খ) তদারকি কমিটি গঠন (৫ সদস্য বিশিষ্ট):

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)-	আহ্বায়ক
২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত উপজেলা পর্যায়ের ২ (দুই) জন কর্মকর্তা -	সদস্য
৩.	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি ১(এক) জন -	সদস্য
৪.	উপজেলা প্রকৌশলী	- সদস্য-সচিব

তদারকি কমিটির কার্যপরিধি:

(১) তদারকি কমিটি বাস্তবায়নাধীন কাজ সরেজমিন তদারকি করবেন এবং গুণগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;

(২) প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে তদারকি কমিটি (প্রয়োজন অনুযায়ী) জরুরি সভা আহ্বান করে সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

(৩) কমিটির সদস্যগণ স্ব-স্ব উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করবেন এবং কৃত কাজের ভিত্তিতে বিল পরিশোধের স্বপক্ষে যথাযথ প্রত্যয়ন প্রদান করবেন;

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো প্রকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিটি প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; এবং

(৫) কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ. বি. এম. আরিফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ আষাঢ় ১৪৩৩/২১ জুন ২০২৬

নং **৪৭.০০.০০০০.০০০.০৩২.২৭.০০৫.২৪.৩৮৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ আবুল খায়ের, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পুঁজিবাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করার ফলে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এবং এ কারসাজির ফলে তাকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক BSEC/Enforcement/3339/2022/1420, Dated October 30, 2022, BSEC/Enforcement/3349/2022/285, Dated March 21, 2024, BSEC/Enforcement/3567/2023 আদেশে যথাক্রমে ১.৫০ কোটি, ২০ লক্ষ ও ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

০২। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের ও অভিযোগ রয়েছে। তার নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব বিএফআইইউ কর্তৃক তলব করা হয়েছে মর্মে অনলাইন "শেয়ার নিউজ" পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে;

০৩। যেহেতু, তিনি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার বিষয়ে সরকারের কোনো পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৫ ও ১৭ বিধি লংঘন করেছেন;

০৪। যেহেতু, তিনি ঢাকার বনানীতে ফ্ল্যাট ক্রয়ের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১২ বিধি লংঘন করেছেন;

০৫। যেহেতু, তার উপরোক্ত কার্যকলাপ 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাই তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি এবং ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি বিগত ১৭-১১-২০২৪ তারিখে জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০৬। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় ২০-০১-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিকালে জনাব মোঃ আবুল খায়ের-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য, রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপসচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত জনাব মোঃ আবুল খায়েরের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অর্থ দণ্ডের বিষয়টি সুস্পষ্ট মর্মে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে পুনরায় ০৯-০৪-২০২৬ শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০৭। যেহেতু, ০৯-০৪-২০২৬ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানিকালে জনাব মোঃ আবুল খায়ের-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে উপস্থাপিত মৌখিক বক্তব্য, রেকর্ডপত্র এবং দাখিলকৃত জবাব পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় সরকারের পূর্বানুমতি না নিয়ে তিনি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছেন যা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৫ ও ১৭ বিধির সুস্পষ্ট লংঘন এবং ঢাকার বনানীতে ফ্ল্যাট ক্রয়ের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১২ বিধি লংঘন করেছেন। তিনি বাংলাদেশ সিকিউরিটি এণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং উভয় বিষয়েই তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

০৮। সেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, দাখিলকৃত জবাব, উভয় পক্ষের বক্তব্য, বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি এবং অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ আবুল খায়ের, উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' (Misconduct)-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালা ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক ০৩(তিন) বছরের জন্য **'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ'** লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। দণ্ডের মেয়াদকালে তিনি জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর গ্রেড-৬ (৩৫৫০০—৬৭০১০/-) এর ৩৫৫০০/- টাকার ধাপে বেতন প্রাপ্য হবেন। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না এবং উক্ত মেয়াদ বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা যাবে না। একই সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ০৫-০১-২০২৫ তারিখের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল 'অসাধারণ ছুটি' হিসেবে গণ্য হবে।

০৯। এ আদেশ ২১-০৬-২০২৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী
সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩/০৮ জুলাই ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.১১.০০০৩.২৫-৫১৭**—স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০০০.০৬৩.২৭.০০০২.২৪-৯৯৮ নং প্রজ্ঞাপনের ২০১ নং ক্রমিকে মৌলভীবাজার পৌরসভায় প্রশাসক হিসেবে নিয়োগকৃত উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, মৌলভীবাজার এর পরিবর্তে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাকে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত মৌলভীবাজার পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলোঃ

জেলার নাম	পৌরসভার নাম	নিয়োগকৃত প্রশাসক-এর নাম ও পদবি
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার পৌরসভায়	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মৌলভীবাজার

২। নিয়োগকৃত প্রশাসক স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ এর ধারা ৪২(ক) এর উপধারা (৩) মোতাবেক পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। নিয়োগকৃত প্রশাসক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালীন তিনি বিধি মোতাবেক দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া, অন্য কোনো আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সগীর হোসেন
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩/০৯ জুলাই ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.০০৪.১২২.২৭.০০০২.২৬-২৯৩**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা পবিত্র ওমরা হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে তার অনুকূলে গত ২৫-০৯-২০২৫ হতে ০৯-১০-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অথবা ছুটি ভোগের তারিখ হতে ১৫ (পনেরো) দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তিনি ০৫-১০-২০২৫ হতে ১৯-১০-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত ছুটি ভোগ শেষে কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তিনি ওমরা হজ্ব পালনকালে তার শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে দেশে তার পরিবারের কেউ (বাবা, মা, ভাই-বোন) না থাকায় চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় স্থানান্তর হয়ে ২০-১০-২০২৫ হতে ১৯-০৩-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বহিঃবাংলাদেশ ছুটি বর্ধিত করণের জন্য দাপ্তরিক ই-মেইল এর মাধ্যমে আবেদন দাখিল করেন। তিনি বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরী আদেশের শর্ত ভঙ্গ করে গত ২০-১০-২০২৫ হতে ১৬-০২-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ১১৯ (একশত উনিশ) দিন অর্থাৎ ০৩ (তিন) মাস ২৭ (সাতাশ) দিন কর্তৃপক্ষের বিনাঅনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন এবং অদ্যাবধি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তিনি কোনো জবাব প্রদান না করে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন। উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগে ০২/২০২৬ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্ট্রি এডি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। তার ই-মেইলেও অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়েছে;

০২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম গত ২৮-০২-২০২৬ তারিখে ই-মেইলে লিখিত জবাব প্রেরণ করেন। ০৭-০৪-২০২৬ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানির জন্য নোটিশ জারি করা হয়। তিনি শুনানিতে উপস্থিত হননি। অত:পর, বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলামকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা 'জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সরকারী আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হয় মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ০৩-০৫-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম বিদেশে অবস্থান করে নির্ধারিত সময়ের পর ই-মেইলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রেরণ করেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা ১৯৭৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি -১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড দেয়া প্রয়োজন;

০৪। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলামকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩/০৮ জুলাই ২০২৬

নং **২৫.০০.০০০০.১২৩.৯৯.০১২.২৫.৪৩৩**—গত ০৭ জুন ২০২৬/২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাক-নিকার সচিব কমিটির সভায় রাজউকের নতুন শহর প্রকল্পের আওতাভুক্ত মৌজাসমূহ পুনর্গঠনের কার্যক্রম কার্যকরভাবে দ্রুততম সময়ের মাঝে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি যৌথ টাস্কফোর্স কমিটি গঠনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নিম্নরূপভাবে একটি যৌথ টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হলোঃ

টাস্কফোর্স কমিটি

আহ্বায়ক

(ক) অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন অনুবিভাগ-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(খ) যুগ্মসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

(গ) সদস্য (এস্টেট ও ভূমি), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

(ঘ) পরিচালক (ভূমি রেকর্ড), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

(ঙ) পরিচালক (এস্টেট ও ভূমি-২), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

(চ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

(ছ) প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)

সদস্য-সচিব

(জ) সিনিয়র সহকারী সচিব/উপসচিব (প্রশাসন শাখা-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(ক) প্রাক-নিকার সচিব কমিটির গত ৭ জুন ২০২৬ তারিখের-সভার সিদ্ধান্ত ২.৮(ক) মোতাবেক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর আওতাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকার রাজউকের নতুন শহর প্রকল্পের আওতাভুক্ত মৌজাসমূহ পুনর্গঠনের কার্যক্রম কার্যকরভাবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করণ;

(খ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোছাঃ লুৎফুন নাহার নাজীম
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ বৈশাখ, ১৪৩৩/১০ মে, ২০২৬

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০২.২৪-১৩৬**—যেহেতু, খন্দঃ গোলাম মোস্তফা (পরিচিতি নং-৬০২১৩৩), নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ (সাবেক: চুয়াডাঙ্গা সড়ক বিভাগ), সওজ বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে এ বিভাগের ৩১-০১-২০২৪ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০২.২৪-৪২ নম্বর স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব খন্দঃ গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে ১১ টি ভুয়া কার্যসম্পাদন সনদের বিষয়ে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ১২৭(৩) অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ না দেওয়া এবং বিষয়টি ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE)-কে অবহিত না করার অভিযোগ তদন্তকার্যে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

যেহেতু, তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে কার্যসম্পাদন সনদের সত্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রেরিত ই-মেইলের জবাবের অপেক্ষা বা তাগিদ প্রদান ব্যতিরেকে দরপত্রের মূল্যায়ন সম্পন্ন করা এবং দাপ্তরিক ই-মেইল পরিচালনার দায়িত্ব কম্পিউটার অপারেটরকে অর্পণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে তিনি কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। ফলে তার এ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮- এর বিধি ২(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

যেহেতু, নথি পর্যালোচনা, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব ও তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় খন্দঃ গোলাম মোস্তফা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের তদন্তকার্যে প্রথম অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি এবং দ্বিতীয় অভিযোগটি প্রমাণিত হয়;

সেহেতু, খন্দঃ গোলাম মোস্তফা (পরিচিতি নং -৬০২১৩৩), নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা সড়ক বিভাগ (সাবেক: চুয়াডাঙ্গা সড়ক বিভাগ), সওজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত প্রথম অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং বর্ণিত দ্বিতীয় অভিযোগটি তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায়, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(ক) অনুযায়ী তাঁকে "তিরস্কার (Censure)" দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ জুলাই, ২০২৬

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৮.১১.০০১.২৩-৬৬০**—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চাকরিকাল বিএসআর (পার্ট-১) এর ৪২(২) এবং ৩০০(বি) নং বিধি অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলো:

নং	নাম ও কোড	বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে চাকুরিতে যোগদানের পূর্বে মোট চাকরিকাল
১.	ডাঃ মোঃ ইসতেখার (১৫১৩৩৩)	২৪-১২-২০২৩ তারিখ হইতে ৩১-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০২ বছর ০১ মাস ০৭ দিন
২.	ডাঃ হাসিব রায়হান (১৩৩১৮৫)	২৪-১২-২০২৩ তারিখ হইতে ৩১-০১-২০২৬ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকরিকাল ০২ বছর ০১ মাস ০৭ দিন

২। বেতন নির্ধারণের জন্য পূর্ব পদের চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে পূর্ব পদে ভোগকৃত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় বাদ যাবে এবং বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ ৫ জুলাই ২০২৬ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৬৭.২৬-৭৩৯**—যেহেতু, ডা. মোঃ ইনজামাম-উল-হক (১৪৭২১৪), মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন এর কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ কর্মরত আছেন;

যেহেতু অফিস সময়ে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন না করে বেসরকারী এ্যাপোলো হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ কর্মরত দেখা যায়;

যেহেতু যা জাতীয় পত্রিকা 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' এ প্রকাশিত হয় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে;

যেহেতু ইতোমধ্যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ০৪-০৭-২০২৬ খ্রি. তারিখের ৫৬১ নং স্মারকে উক্ত চিকিৎসক-কে সিভিল সার্জন এর কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে মনপুরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মনপুরা, ভোলা, বরিশাল-এ বদলি/পদায়ন করা হয়;

যেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা অনুযায়ী, 'কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা প্রস্তাব বা বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগের মাত্রা ও প্রকৃতি, অভিযুক্ত কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব হইতে বিরত রাখিবার আবশ্যকতা, তৎকর্তৃক তদন্তকার্যে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে;

সেহেতু ডা: মো: ইনজামাম-উল-হক (১৪৭২১৪)-কে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৪৩.২৬-৭৪৩**—যেহেতু ডা. সামছুল আলম (রাশেদ) (কোড-১৩০৩২২), মেডিকেল অফিসার, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ কর্মরত আছেন;

যেহেতু, অফিস সময়ে কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন না করে বেসরকারী সিটি হাসপাতাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এ কর্মরত থাকার অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু, ইতোমধ্যে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে, যা বর্তমানে চলমান রয়েছে;

যেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(১) ধারা অনুযায়ী, 'কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা প্রস্তাব বা বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করা হইলে, সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগের মাত্রা ও প্রকৃতি, অভিযুক্ত কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব হইতে বিরত রাখিবার আবশ্যকতা, তৎকর্তৃক তদন্তকার্যে প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে;

সেহেতু, ডা. সামছুল আলম (রাশেদ) (কোড-১৩০৩২২)- কে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনের তারিখ হতে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামরুজ্জামান চৌধুরী
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩/০৮ জুলাই ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৬.২৭.০০১৩.২৫-৪১**—যেহেতু, জনাব মারফিয়া আফরোজ (পরিচিতি নং-১৩১০৪), সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সংযুক্ত; বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকায় কর্মকালীন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২২-০৬-২০২৫ তারিখ একটি আভিযানিক দল গঠন করে গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানাধীন বাসা নং-৭৩/৪, দক্ষিণ খাঁ পাড়া রোডস্থ জনৈক মোঃ জুয়েল হোসাইনের বাসার ৩য় তলার উত্তর পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া জনাব মোঃ রমিজ উদ্দিনের বসতঘর তল্লাশি করে ১৫,০০০(পনেরো হাজার) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার ও জব্দ করেন। ঘটনাস্থলে আসামি মোঃ রমিজ উদ্দিন (৪৩) কে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানের দিন তিনি এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আভিযানিক দল আসামি মোঃ রমিজ উদ্দিন (৪৩) এর স্বাক্ষরিত চেকবইয়ের ০৩ (তিন) টি পাতা গ্রহণ, নগদ ০২ লক্ষ টাকা, আসামির বিকাশ ও নগদ একাউন্টের মাধ্যমে আরও ০৪ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেন; এবং

০২। যেহেতু, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সনের ৩৬(১) সারণির ক্রমিক নং ১০(গ) ধারায় আসামি মোঃ রমিজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত টঙ্গী পশ্চিম থানার মামলা নং-২১, তারিখ: ২২-০৬-২০২৫ এর বাদী হয়ে তিনি অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে জব্দতালিকায় সঠিকভাবে জব্দকৃত আলামত লিপিবদ্ধ করেননি; এবং

০৩। যেহেতু, তিনি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন প্রাথমিক অনুসন্ধানের স্বার্থে ০৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে তাঁর অফিস কক্ষটি (বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা, ১৭৪ ডিস্টিলারি রোড এর ৪র্থ তলার কক্ষ নং ৪১১) তল্লাশি করে আসামি মোঃ রমিজ উদ্দিন (৪৩) কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইসলামি ব্যাংকের বোর্ড বাজার, গাজীপুর শাখার হিসাব নং ২০৫০৩২৪০২০০১৭০৯১৪ এর চেকবইয়ের No. MCR ৫৬২৫৫৪২ হতে ৫৬২৫৫৪৩ পর্যন্ত ০২ (দুই)টি এবং ৫৬২৫৫৪৫ হতে ৫৬২৫৫৬০ পর্যন্ত ১৬ টি, সর্বমোট ১৮ (আঠারো) পাতা জব্দ করা হয়। তন্মধ্যে, MCR ৫৬২৫৫৪২, ৫৬২৫৫৪৩, ৫৬২৫৫৪৫ স্বাক্ষরিত পাওয়া যায়। উক্ত কক্ষ হতে আসামি মোঃ রমিজ উদ্দিন (৪৩) এর জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি জব্দ করা হয়, যা ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলনের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি প্রয়োজন হয় বলে অসৎ উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছিলো। পাশাপাশি, বর্ণিত কক্ষ হতে ১০০০/-× ২০০ টি, ৫০০/-× ১৭৫ টি, ২০০/-× ৫ টি, ১০০/- ১৫ টি নোট অর্থাৎ সর্বমোট ২,৯০,০০০ (দুই লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা জব্দ করা হয়, যা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত ভাগ-বাটোয়ারার টাকা ছিলো মর্মে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও, তাঁর অফিস কক্ষের সাইড টেবিলের তালাবদ্ধ ড্রয়ার থেকে ৫৭৮ (পাঁচশত আটাত্তর) পিস অ্যামফিটামিনযুক্ত ইয়াবা ট্যাবলেটও জব্দ করা হয়। তাঁর এহেন কর্মকান্ডের কারণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে গত ১৭-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর এরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর শামিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে **'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ'** এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা ০৭/২০২৫ নম্বর রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। তিনি গত ১১-০৮-২০২৫ তারিখে বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। গত ২৭-০৮-২০২৫ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

০৫। যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে, গত ২৭-০৮-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর দাখিলকৃত প্রতিবেদনে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

০৬। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, তথ্য প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

০৭। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৪-১২-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন। জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

০৮। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(১০) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" এর বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য গত ১১-০১-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তাঁকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে গত ২৪-০৬-২০২৬ তারিখে পরামর্শ প্রদান করে।

০৯। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এবং "দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মারফিয়া আফরোজ (পরিচিতি নং-১৩১০৪), সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় সংযুক্ত-কে গুরুদণ্ড হিসেবে **"চাকরি হতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩/০৯ জুলাই ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৪২.২১.৩০৮**—যেহেতু, জনাব আফজালুন নেছা (বিপি-৮৬১৪১৭৩৮৩৫), সাবেক শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ জেলা (বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত ও পলাতক); তিনি গত ০২-০৫-২০১৭ তারিখ ৩৫ তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সাথে ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণের নিমিত্ত প্রস্থান প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং ওরিয়েন্টেশন কোর্স শেষে মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করে অদ্যাবধি গরহাজির রয়েছেন। তাঁর অনুকূলে গত ০৭-১১-২০১৭ তারিখে মঞ্জুরীকৃত ০৬(ছয়) মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ২৪-০৪-২০১৮ তারিখ শেষ হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তাঁকে পুলিশ অধিদপ্তর হতে ১৪-০৯-২০১৮ তারিখ হতে অনুষ্ঠিত ৩৬তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সাথে মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হলেও তিনি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ না করে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৩-১১-২০২১ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ২৯-০৫-২০২৪ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ৩১-১২-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ১০-০৭-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি গত ২৭-০৭-২০২৫ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২১-০১-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ০৮-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব আফজালুন নেছা (বিপি-৮৬১৪১৭৩৮৩৫), সাবেক শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ জেলা (বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত ও পলাতক)-কে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব আফজালুন নেছা (বিপি-৮৬১৪১৭৩৮৩৫), সাবেক শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার, ময়মনসিংহ জেলা (বর্তমানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকায় সংযুক্ত ও পলাতক)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাকে **"চাকরি হইতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১২২.২৫.৩০৯**—যেহেতু, জনাব মিশু বিশ্বাস, পিপিএম-বার (বিপি-৯০১৪১৬৬২২৭), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, জামালপুর হিসেবে কর্মকালীন "আয়রনম্যান ৭০.৩ মালয়েশিয়া ২০২৪" আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১০ (দশ) দিনের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি নিয়ে গত ১৬-১০-২০২৪ তারিখ পূর্বাহ্নে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ছুটি শেষে গত ২৬-১০-২০২৪ তারিখে কর্মস্থলে হাজির হওয়ার কথা থাকলেও তিনি কর্মস্থলে হাজির হননি। তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় ০৩ (তিন)টি নোটিশ প্রেরণ করা হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তিনি গত ২৬-১০-২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে গরহাজির রয়েছেন। কর্মস্থলে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের অধিক অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭-০৭-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ০৮-১০-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ২৭-১১-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ০৭-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২০-০৪-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ০৮-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মিশু বিশ্বাস, পিপিএম-বার (বিপি-৯০১৪১৬৬২২৭), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, জামালপুর (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পলাতক)-কে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব মিশু বিশ্বাস, পিপিএম-বার (বিপি-৯০১৪১৬৬২২৭), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, জামালপুর (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পলাতক)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৪৯.২৫-৩১০**—যেহেতু, জনাব জুয়েল চাকমা, পিপিএম-সেবা (বিপি-৮৭১৪১৬৬৩২১), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, র‍্যাব-১৪, ময়মনসিংহ হিসেবে কর্মকালীন গত ১০-০৪-২০২৫ তারিখ ০৬ (ছয়) দিনের সাময়িক ছুটিতে নিজ বাড়ি গমন করেন। ছুটি শেষে গত ১৫-০৪-২০২৫ তারিখে র‍্যাব-১৪, ময়মনসিংহে তাঁর হাজির হওয়ার কথা থাকলেও তিনি হাজির হননি। তিনি গত ১৬-০৪-২০২৫ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে গরহাজির রয়েছেন। কর্মস্থলে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের অধিক অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড কর্তব্যে অবহেলা এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-০৮-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ২৯-০৯-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ৩০-১২-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২২-০১-২০২৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ০৮-০৪-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ০৭-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব জুয়েল চাকমা, পিপিএম-সেবা (বিপি-৮৭১৪১৬৬৩২১), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, র‌্যাব-১৪, ময়মনসিংহ (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পলাতক)-কে **"চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব জুয়েল চাকমা, পিপিএম-সেবা (বিপি-৮৭১৪১৬৬৩২১), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, র‌্যাব-১৪, ময়মনসিংহ (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পলাতক)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকরি হইতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৩১.২৫.৩১১**—যেহেতু, জনাব মো: মাহমুদুল হাসান (বিপি-৮০০৭১১৫৮৭১), টেলিকম অফিসার (এএসপি), পুলিশ টেলিকম সংস্থা, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ, ঢাকা হিসেবে কর্মকালীন ওমরাহ পালনের লক্ষ্যে ১৫ (পনেরো) দিনের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি নিয়ে গত ২৮-০৮-২০২৪ তারিখে সৌদি আরব গমন করেন। ছুটি শেষে গত ১৩-০৯-২০২৪ তারিখে তাঁর কর্মস্থলে হাজির হওয়ার কথা থাকলেও তিনি হাজির হননি। তিনি গত ১৩-০৯-২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে গরহাজির রয়েছেন। কর্মস্থলে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের অধিক অতিক্রান্ত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২-০৬-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ১৫-০৯-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০২-১১-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২০-১১-২০২৫ তারিখে তাঁকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২১-০১-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ০৮-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মো: মাহমুদুল হাসান (বিপি-৮০০৭১১৫৮৭১), সাবেক টেলিকম অফিসার (এএসপি), পুলিশ টেলিকম সংস্থা, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ, ঢাকা (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পলাতক)-কে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব মো: মাহমুদুল হাসান (বিপি-৮০০৭১১৫৮৭১), সাবেক টেলিকম অফিসার (এএসপি), পুলিশ টেলিকম সংস্থা, টেলিকম ভবন, রাজারবাগ, ঢাকা (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও পলাতক)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩/১৪ জুলাই ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০৩৩.২৫.৩১৮**—যেহেতু, জনাব মো: তোহিদুল ইসলাম, বিপিএম-বার (বিপি-৮৫১৩১৬৬১৮৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ঢাকা হিসেবে কর্মকালীন গত ১০-০৯-২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। পরবর্তীতে, তিনি রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তার কর্তৃক অসুস্থতাজনিত সনদপত্রসহ ১০ (দশ) দিনের ছুটি চেয়ে গত ১০-০৯-২০২৪ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি আবেদন প্রেরণ করেন। আবেদনটি গত ১৫-০৯-২০২৪ তারিখ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে গৃহীত হয়। তাঁর মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাঁর অবস্থান জানা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, অভিযোগ অনুসন্ধানকালে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তাঁর বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট থানার মাধ্যমে একাধিকবার নোটিশ প্রেরণ করা হলেও তিনি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য হাজির হননি। তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় নোটিশ জারিকালে তাঁর বড়ভাই জনাব মোহা: তৌফিকুল ইসলাম জানান যে তিনি গত ০৫-০৮-২০২৪ তারিখ হতে পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ করেননি এবং অদ্যাবধি এলাকাতেও আসেননি। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে গত ১০-০৯-২০২৪ তারিখ হতে তাঁর কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০ (ষাট) দিনের অধিক অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন"-এর শামিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৩-০৭-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি মোতাবেক "পলায়ন"-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শানো হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) মোতাবেক গত ১৫-০৯-২০২৫ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ২৮-১২-২০২৫ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ২৫-০১-২০২৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ০৮-০৪-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ০৯-০৬-২০২৬ তারিখে তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ তোহিদুল ইসলাম, বিপিএম-বার (বিপি-৮৫১৩১৬৬১৮৪), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ঢাকা-কে **"চাকরী হইতে বরখাস্তকরণ"** সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১২-০৭-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

০৬। সেহেতু, জনাব মোঃ তোহিদুল ইসলাম, বিপিএম-বার (বিপি-৮৫১৩১৬৬১৮৪), সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(গ) বিধি অনুযায়ী "পলায়ন"-এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকরী হইতে বরখাস্ত"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পানি সরবরাহ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩/১৩ জুলাই ২০২৬

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৮.০১৩.১১(অংশ-১)-৪১৪**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী খুলনা ওয়াসা কর্তৃক সরবরাহকৃত পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাড়ি নম্বর: ২২, হাজী মহসীন রোড, খুলনা-৯১০০, খুলনা সদর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা- কে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১৮.০১৩.১১(অংশ-১)-৪১৫**—"পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) আইন, ২০২৬" এর ধারা ৭(১) অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বাড়ি নম্বর: ২২, হাজী মহসীন রোড, খুলনা-৯১০০, খুলনা সদর, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা- কে খুলনা ওয়াসার চেয়ারম্যান পদে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোছাঃ শাকিলা পারভীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩৩/০৯ জুলাই ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.০৯৪.২৭.০০২৬.২১.৫৭১**—যেহেতু, জনাব মোঃ সোহেল উদ্দিন (বিপি-৮৭১৮২২০৫৭৮), সহকারী পুলিশ কমিশনার (কোতয়ালী মডেল জোন), সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট-কে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, জনাব মোঃ সোহেল উদ্দিন (বিপি-৮৭১৮২২০৫৭৮)-কে, সরকারি চাকুরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক ০১-০৭-২০২৬ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি'র কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩৩/১৩ জুলাই ২০২৬

নং **১৮.০০.০০০০.০১৬.২৭.০০৩.২৪-৮০০**—যেহেতু, ক্যাপ্টেন আবু সাইদ মোহাম্মাদ দেলোয়ার রহমান, নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার (সাময়িক বরখাস্তকৃত)-কে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ১০-১১-২০২৪ খ্রি: তারিখের ১৮.০০.০০০০.০৪০.১৪.০১৭.২৪.১৭ নং অফিস আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা হতে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনায় বদলি করা হয়। পরবর্তীতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখার ২০-০৮-২০২৪ খ্রি: তারিখের ১৮.০০.০০০০.০১৭.১৮.০৩৪.২৩-৭৯৯ নং প্রজ্ঞাপনে "মেরিটাইম শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ক্যাডেট ভর্তির জন্য সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা (সংশোধিত) নীতিমালা-২০২৪" অনুযায়ী ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষার পরিচালনা কমিটিতে তাঁকে সদস্য-সচিব মনোনয়ন দেয়ায় তিনি ঢাকায় অবস্থান করেছেন এবং ক্যাডেট ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান করেননি; এবং

২। যেহেতু, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৮.১৭.০০০০.০০৮.৩১.০৫৪.১৯.৬৫ নং স্মারকের মাধ্যমে বদলিকৃত কর্মস্থল বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনায় যোগদান এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলেও তিনি যোগদান করা থেকে বিরত থেকেছেন; এবং

৩। যেহেতু, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ১২-০২-২০২৫ তারিখের ১৮.০০.০০০০.০১৬.২৭.০০৩.২৪-১৭৮ নং স্মারকের মাধ্যমে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বলা হলে অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন আবু সাইদ মোহাম্মাদ দেলোয়ার রহমান যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা সন্তোষজনক হয়নি; এবং

৪। যেহেতু, নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ১২-০২-২০২৫ খ্রি: তারিখের ১৮.১৭.০০০০.০০৮.৩১.০৫৪.১৯.৯১ নং স্মারকে তাঁকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি যে জবাব দাখিল করেন তা সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি; এবং

৫। যেহেতু, কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনা ১৬-০২-২০২৫ খ্রি: তারিখের ১৮.২৫.৭৬১৬.০০১.১১.০০২.২৪.৫৬ নং স্মারকের মাধ্যমে জানান, অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন আবু সাইদ মোহাম্মাদ দেলোয়ার রহমান বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনায় যোগদান করেননি এবং ১২-০৪-২০২৫ খ্রি: তারিখ ঢাকায় কর্তব্য শেষে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনায় সশরীরে উপস্থিত হননি; এবং

৬। যেহেতু, সরকারি কর্মকর্তাদের বদলি প্রসঙ্গে ০৯-০৯-১৯৮৮ খ্রি: তারিখের এমইএফএ-২৯/৮৮-৩০৮ স্মারকলিপি অনুসারে বদলিকৃত কর্মস্থলে গমন না করে বদলির আদেশ বাতিল করার জন্য বিভিন্ন প্রভাব খাটানোর চেষ্টা চালান; এবং

৭। যেহেতু, তিনি EGIMNS প্রকল্পের পরিচালক থাকাকালীন নিম্নে উল্লিখিত অনিয়মের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন।

ক) পদ্ধতি নির্বাচনে কার্যালয় প্রদানের অনুমোদন নেয়া হয়নি/অনুমোদন গ্রহণের কোনো প্রমাণক নোটে নেই।

খ) PPR-২০০৮ এর বিধি ১১০ এর অনুচ্ছেদ-৭ অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে নোটে উল্লেখ থাকলেও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়া, তফসিল-৩(ঞ) অংশে প্রদত্ত Flow-Chart প্রতিপালন করা হয়নি।

গ) PPR-২০০৮ এর বিধি ১১০ এর অনুযায়ী single source হতে Firm selection করার বিধান থাকলেও একাধিক প্রতিষ্ঠানকে কি কারণে RFP ইস্যু করার প্রমাণ নোটে পাওয়া যায়।

ঘ) C & F Agent -কে কি কারণে RFP ইস্যু করা হয়েছে, তা বোধগাম্য নয়।

ঙ) Opening Committee এবং মূল্যায়ন কমিটি গঠনে HOPE এর অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে স্বয়ং কমিটিগুলি গঠন করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়, যা বিধি সম্মত হয়নি।

চ) Single source এর ক্ষেত্রে Opening কমিটির সভা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ছ) একই তারিখে Opening ও মূল্যায়ন সভা করে প্রতিবেদন তৈরী করা অনিয়ম ও দুর্নীতির শামিল।

জ) সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (নির্বাচিত) এর নেগোসিয়েশন, Performance security গ্রহণ, Award NOA প্রদানের কোনো প্রমাণক নোটে নেই।

ঝ) প্রকল্প পরিচালক হিসেবে চুক্তি অনুমোদন করেছেন, যা বর্ণিত সেবাক্রয়ে আপনার আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূত।

ঙ) সেবা ক্রয়ে 'কার্যাদেশ' প্রদানের সুযোগ নেই, যা প্রকল্প পরিচালকের অদক্ষতা প্রমাণ করে; এবং

৮। যেহেতু, অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি থাকা সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং যা সরকারি আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ এর পরিপন্থি এবং যেহেতু, তিনি EGIMNS প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে বর্ণিত অনিয়মে যুক্ত ছিলেন; এবং

৯। যেহেতু, তাঁর এরূপ আচরণ অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত, চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থি এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত বলে বিবেচিত হয়; এবং

১০।যেহেতু, বারংবার এরূপ চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণের কারণে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হচ্ছে এবং সরকারি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে; এবং

১১। যেহেতু, অভিযুক্তের উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), (গ) ও (ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ, পলায়ন ও দুর্নীতি" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

১২। যেহেতু, উপর্যুক্ত অপরাধের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), (গ) ও (ঘ) অনুযায়ী পলায়ন, দুর্নীতি ও অসদাচরণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ০২/২০২৫ রুজু করে ২৩-০৭-২০২৫ খ্রি: তারিখের ১৮.০০.০০০০.০১৬.২৭.০০৩.২৪-৬৬৮ নং স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণী প্রণয়নপূর্বক কেন তাঁকে গুরুদণ্ডে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না তার কারণ দর্শানো জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণে ইচ্ছুক কি না তা জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

১৩। যেহেতু, অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন আবু সাইদ মোহাম্মদ দেলোয়ার রহমান জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে ১২-০১-২০২৬ খ্রি: তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ), (গ) ও (ঘ) এর বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ, পলায়ন ও দুর্নীতি'র" অভিযোগের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরু দণ্ড আরোপযোগ্য হবে এ বিবেচনায় বিভাগীয় মামলা নং ০২/২০২৫ এর সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ড. মো: আতিকুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়; এবং

১৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ২৫-০২-২০২৫ খ্রি: তারিখ থেকে বদলিকৃত কর্মস্থল বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনায় উপস্থিত না হওয়া এবং বদলিকৃত কর্মস্থলে দায়িত্ব পালন না করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর আওতাভুক্ত; এবং

১৫। যেহেতু, নথি পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতের আলোকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগটি সত্য বলে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একই বিধিমালার ৪(১)(খ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড হিসেবে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এবং

১৬। যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ"-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এই অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে একই বিধিমালার ৪(১)(খ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী কোন তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান বা বিধিতে বর্ণিত অন্য কোনো দণ্ড প্রদান করা হবে না তার কারণ নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দর্শানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়; এবং

১৭। যেহেতু, অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন আবু সাইদ মোহাম্মাদ দেলোয়ার রহমান, নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনারকে উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং উক্ত জবাবে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেননি এবং তাঁর জবাব ও তদন্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তিনি সশরীরে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, পাবনায় যোগদান করেননি তবে ২৮-২-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত তিনি সরকারি কাজে নিয়োজিত ছিলেন কিন্তু ১-০৩-২০২৫ খ্রি: থেকে ০৬-০৪-২০২৫ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত কর্মে অনুপস্থিত থাকেন;

১৮। সেহেতু, ক্যাপ্টেন আবু সাইদ মোহাম্মাদ দেলোয়ার রহমান, নটিক্যাল সার্ভেয়ার এন্ড এক্সামিনার, নৌপরিবহন অধিদপ্তর (সাময়িক বরখাস্তকৃত)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) অনুযায়ী তিরস্কার লঘু দণ্ড প্রদান করা হলো। তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। কর্মে তাঁর অনুপস্থিতকাল ১-০৩-২০২৫ খ্রি: থেকে ০৬-০৪-২০২৫ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত এবং সাময়িক বরখাস্তকাল অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য হবে।

জাকারিয়া
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/০৮ জুলাই ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২০৫.২৬.৪৭১**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-১১৪৬১ ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ফাহাদ, আর্টিলারি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮ (সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ শ্রাবণ ১৪৩৩/২৩ জুলাই ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭৮.২৪.১৭৭—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫০ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	আটি চাঁদগাঁও	৮৬	১১৭	০১	সাভার	ঢাকা
২	চক বাসাইদ	৮৭	১১৪	০১	সাভার	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।